

## প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)- বাংলা

১. ‘সন্ধ্যাভাষা’ কোন সাহিত্যকর্মের সাথে যুক্ত? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. চর্যাপদ খ. মঙ্গলকাব্য  
গ. পদাবলি ঘ. রোমান্সকাব্য উত্তর: ক  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাক্ষ্যভাষা: বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন “চর্যাপদ” যে ভাষায় লেখা হয়েছে তা সাক্ষ্যভাষা বা সন্ধ্যা ভাষা নামে পরিচিত।
- সাক্ষ্য কোনো ভাষার নাম নয়, দুর্বোধ্যতার কারণে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ভাষা সম্পর্কে বলেছেন— “আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায় খানিক বুঝা যায় না”।
- যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন। আমাদের বুঝে কাজ নাই।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, এ ভাষার নাম “বঙ্গকামরূপী”। এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

২. ‘আনারস এবং চাবি’ শব্দ দুটি গ্রহণ করা হয়েছে—

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. আরবি ভাষা হতে খ. পর্তুগিজ ভাষা হতে  
গ. ওলন্দাজ ভাষা হতে ঘ. ফরাসি ভাষা হতে উত্তর: খ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষার মানুষের বিভিন্ন শব্দ বাংলা ভাষার সাথে মিশে গিয়েছে।
- আনারস ও চাবি শব্দ দুটি পর্তুগিজ ভাষা থেকে আগত।
- আরবি ভাষা থেকে আগত শব্দ: আল্লাহ, ইসলাম, কলম, আদালত।
- ফারসি ভাষা থেকে আগত শব্দ: খোদা, চশমা, তারিখ, দোকান।
- ওলন্দাজ ভাষা থেকে আগত শব্দ: ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, তুরূপ।
- ফরাসি ভাষা থেকে আগত শব্দ: কার্তুজ, কুপন, রেস্টোরাঁ, ডিপো।

৩. ‘অচিন’ শব্দের ‘অ’ উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. নেতিবাচক খ. অজানা  
গ. বিয়োগান্তক ঘ. নঞর্থক উত্তর: ঘ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘অ’ একটি বাংলা উপসর্গ।

- বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি। যেমন: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।
- বাংলা উপসর্গ ‘অ’ যোগে গঠিত কিছু শব্দ হলো: অজানা, অথৈ-এই শব্দগুলোর অর্থদ্যোতকতা অনুযায়ী অভাব বোঝায়।

৪. যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪ তাকে বলা হয়?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. স্বরবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত  
গ. পয়ার ঘ. মাত্রাবৃত্ত উত্তর: খ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অক্ষরবৃত্ত ছন্দ: যে ছন্দে সকল প্রকার মুক্তাক্ষর একমাত্রাবিশিষ্ট এবং বদ্ধাক্ষর শব্দের শেষে দুই মাত্রা, কিন্তু শব্দের আদিতে এবং মধ্যে একমাত্রা ধরা হয়, তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। এর মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৮ বা ১০ মাত্রার হয়।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলোর মূলপর্ব ৪, ৫, ৬, ৭ মাত্রার হতে পারে।
- পয়ার ছন্দে কবিতার একটি চরণে ২টি পর্ব থাকে। ১ম পর্বে ৮ মাত্রা এবং শেষ পর্বে ৬ মাত্রা মিলে মোট ১৪ মাত্রা থাকে।

৫. ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় কোন সালে?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. ১৮৪১ খ. ১৮৪২  
গ. ১৮৪৩ ঘ. ১৮৫০ উত্তর: গ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা: এটি ছিল ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র।
- ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৬ই আগস্ট, ১৮৪৩ সালে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।
- তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।
- তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. প্রাতিপাদিক খ. নামপদ  
গ. মৌলিক শব্দ ঘ. কৃদন্ত শব্দ উত্তর: ক

- **প্রাতিপাদিক:** বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপাদিক বলে।
- **অর্থাৎ,** নামপদের যেই অংশকে আর বিশ্লেষণ করা বা ভঙ্গা যায় না তাকেই প্রাতিপাদিক বলে। যেমন: হাত, এই নাম শব্দের সঙ্গে কোনো বিভক্তি নেই।
- **নামপদ:** বিভক্তিযুক্ত শব্দকে নাম পদ বলে। যেমন: আকাশে মেঘ জমেছে। এখানে আকাশ একটি শব্দ এর সাথে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।
- **মৌলিক শব্দ:** যে সব শব্দকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে আর কোনো অর্থপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন: গোলাপ, লাল, তিন, কলম বই।
- **ব্যাকরণে কৃদন্ত শব্দ বলে কিছু নেই, কৃদন্ত পদ রয়েছে।**
- **কৃদন্তপদ:** কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। যেমন:  $\sqrt{\text{পড়}} + \text{উয়া} = \text{পড়ুয়া}$ ;  $\sqrt{\text{নাচ}} + \text{উনে} = \text{নাচুনে}$ । এখানে পড়ুয়া এবং নাচুনে শব্দদ্বয় হলো কৃদন্ত পদ।

- ক. নিষ্ঠা                      খ. সততা  
গ. সংযম                  ঘ. সদাচার                  উত্তর: ঘ

- সমার্থক শব্দ: যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে তাদের সমার্থক শব্দ বলে।
- শিষ্টাচার শব্দটির সমার্থক শব্দ: আদব, ভদ্রতা, আদব-কায়দা।
- নিষ্ঠা শব্দটির সমার্থক শব্দ: ভক্তি, শ্রদ্ধা।
- সংযম শব্দটির সমার্থক শব্দ: নিয়ন্ত্রণ, দমন।
- সততা শব্দটির সমার্থক শব্দ: সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা।

- ক. সমাস                      খ. সন্ধি  
গ. উপসর্গ                    ঘ. প্রত্যয়                    উত্তর: ক, খ

- নবান্ন শব্দটি স্বরসন্ধির উদাহরণ। একে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়: নবান্ন = নব + অন্ন।
- (অ + অ = আ) স্বরসন্ধির এই নিয়ম অনুযায়ী নবান্ন শব্দটি গঠিত। অর্থাৎ, অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে

- এরূপ নিয়মে গঠিত কয়েকটি সন্ধি হল:  
নর + অধম = নরাধম  
দেশ + অন্তর = দেশান্তর  
হিম + অচল = হিমাচল  
হস্ত + অন্তর = হস্তান্তর  
স্ব + অধীন = স্বাধীন
- আবার নবান্ন একটি বহুব্রীহি সমাস। নবান্ন = নতুন ধানের অন্ন, এখানে সমস্যমান পদের অর্থকে না বুঝিয়ে একটি উৎসবকে বোঝানো হয়েছে।
- পূর্বপদে বিশেষণ ও পরপদে বিশেষ্য থাকায় এটি সমানাধিকরণ বহুব্রীহি।

- ক. বাংলাদেশ                  খ. নেপাল  
গ. ভুটান                        ঘ. উড়িষ্যা                  উত্তরঃ খ

- চর্যাপদ: বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন।
- প্রাপ্তিস্থান: ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাই ধর্মীয় সংকীর্তনায় নিমজ্জিত সেন সময়কালের কতিপয় হিন্দু ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদের উপর নিপীড়ন চালায়।
- আবার, ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বাংলায় আগমন ঘটলে মুসলিম তুর্কিদের আক্রমণের ভয়ে বৌদ্ধ পন্ডিতগণ প্রাণের ভয়ে পুঁথিপত্র নিয়ে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতে পালিয়ে যান। একারণেই চর্যাপদ নেপালে পাওয়া যায়।

- টেকনিক্যাল)-২০২৩]
- |            |          |
|------------|----------|
| ক. চাঁদ    | খ. সূর্য |
| গ. নক্ষত্র | ঘ. গগন   |
- উত্তর: ক

- তদ্ভব শব্দ: যে শব্দগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে প্রবেশ করেছে সেগুলোকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ।
- তদ্ভব শব্দের অপর নাম খাঁটি বাংলা শব্দ।
- কয়েকটি তদ্ভব শব্দ হলো:
- হস্ত > হাত

- চ পদ > পদ
- কার্য > কাজ
- রৌদ্র > রোদ
- পক্ষী > পাখি
- গৃহ > ঘর
- অহং > আমি
- মাতা > মা
- প্রস্তর > পাথর
- দ্বিপ্রহর > দুপুর

### ১১. এন্টনি ফিরিস্জি কোন জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. পুঁথি সাহিত্য                      খ. নাথ সাহিত্য  
গ. কবিগান                          ঘ. বৈষ্ণব পদাবলী      উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- এন্টনি ফিরিস্জি: জাতিগতভাবে ছিলেন পর্তুগীজ, ইউরোপীয় ছিলেন বলে ‘ফিরিস্জি’ আখ্যা পান।
- তিনি আঠারো শতকের কবি ও বাংলা ভাষার কবিয়াল।
- তার প্রকৃত নাম এন্টনি হেলম্যান।
- জন্ম ১৭৭০ সাল (আনুমানিক), কলকাতার শ্যামনগরে এবং মৃত্যু আনুমানিক ১৮৩৬ সাল।
- তিনি কলকাতার বউ বাজারে “ফিরিস্জি কালী মন্দির” প্রতিষ্ঠা করেন।
- তাকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র: ১. উত্তম কুমার অভিনীত: “এন্টনি ফিরিস্জি (১৯৬৭), ২. প্রসেনজিৎ অভিনীত: জাতিস্মর (২০১৪)।

### ১২. মধুসূদন দত্ত রচিত ‘বীরাঙ্গনা’ -

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. মহাকাব্য                          খ. গীতিকাব্য  
গ. আখ্যানকাব্য                      ঘ. পত্রকাব্য                      উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধুসূদন দত্ত: পুরো নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা।
- সাহিত্যের যেসব ধারায় তিনি প্রথম সাহিত্য রচনা করেন:
- তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী লেখক, আধুনিক কবি, আধুনিক নাট্যকার, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, বাংলা সনেট কবিতার রচয়িতা, সার্থক ট্রাজেডির রচয়িতা, প্রহসন রচয়িতা।
- তাঁর জন্ম ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ সালে যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে এবং মৃত্যু ২৯ জুন, ১৮৭৩ সাল।

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত—  
মহাকাব্য: মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
- তার আরও কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো: শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, তিলোত্তমাসম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা।

### ১৩. নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কি বলে? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. যৌগিক ধ্বনি                      খ. মৌলিক ধ্বনি  
গ. বর্ণ                                      ঘ. অক্ষর                              উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অক্ষর: নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে অক্ষর বলা হয়। যেমন: বন্ + ধন্ = বন্ধন। এখানে বন্ এবং ধন্ দুটি অক্ষর।
- বর্ণ: ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক বা চিহ্নকে বর্ণ বলা হয়। যেমন: বন্ধন।
- এই শব্দটিতে ব্যবহৃত ব + ন + ধ + ন প্রত্যেকটি এক-একটি বর্ণ।

### ১৪. ‘আত্মঘাতী বাঙালি’ কার রচিত?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. অশোক মিত্র                              খ. অতুল সুর  
গ. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়                      ঘ. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী                      উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আত্মঘাতী বাঙালি রচনা করেন নীরদ চন্দ্র চৌধুরী।
- তিনি একজন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিন্তক।
- তিনি ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখেছেন।
- ইংরেজিতে প্রকাশিত গ্রন্থ ১১টি এবং বাংলায় ৫টি।
- তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম হলো: আমার দেশ আমার শতক, আজি হতে শতবর্ষ আগে, আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, বাঙালি জীবনে রমনী (বাংলায় লিখিত ১ম বই)।
- অশোক মিত্র রচিত গ্রন্থ: কবিতা থেকে মিছিল, তাল-বেতাল ও বাঙালীর বিবর্তন।
- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থ: যে গল্পের শেষ নেই, সত্যের সন্ধানে মানুষ।

### ১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

ক. সূচিস্মিতা                              খ. সূচিস্মিতা  
গ. সুচীস্মিতা                              ঘ. শুচিস্মিতা                              উত্তর: ঘ

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বানান: শুচিস্মিতা এর অর্থ যে নারীর হাসি পবিত্র।
- গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাংলা বানান দেয়া হলো: মধ্যাহ্ন, অন্বেষণ, পূর্বাহ্ন, নিরীক্ষণ, নিক্কন, চাণক্য, আয়ুষ্কাল।

### ১৬. কায়কোবাদ রচিত ‘মহাশ্মশান’ কাব্যের পটভূমি-

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. পলাশীর যুদ্ধ                      খ. ছিয়ান্তরের মন্বন্তর  
গ. পানিপথের ৩য় যুদ্ধ              ঘ. সিপাহী বিদ্রোহ              উত্তর: গ
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কায়কোবাদ হলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি।
- তিনি ১৯০৪ সালে মহাশ্মশান রচনা করেন এবং এর পটভূমি ছিল পানিপথের ৩য় যুদ্ধের কাহিনী (১৭৬১)।
- এ মহাকাব্য ৩টি খন্ডে মোট ৬০টি সর্গে বিভক্ত।
- পানিপথের এ যুদ্ধে মারাঠাদের সাথে রোহিলা-অধিপতি নজিব-উদ্-দৌলা’র শক্তি পরীক্ষা হয়।
- কবির দৃষ্টিতে এটি উভয়ের শক্তিক্ষয় এবং ধ্বংস, এজন্য তিনি একে “মহাশ্মশান” বলেছেন।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র ইব্রাহীম কার্দি, জোহরা।

### ১৭. কোনটি বিশেষণ বাচক শব্দ?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. জীবন                                      খ. জীবিকা  
গ. জীবাণু                                      ঘ. জীবনী                                      উত্তর: ঘ
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশেষণ শব্দ বা পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়।
- ক, খ, গ নং অপশন এর শব্দগুলো বিশেষ্য পদ।
- বিশেষ্য পদ “জীবন” এর বিশেষণবাচক শব্দ হলো “জীবনী”।

### ১৮. ‘রত্নাকর’ শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ-

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. রত্না+কার                                      খ. রত্ন+আকার  
গ. রত্ন+কর                                      ঘ. রত্না+আকার                                      উত্তর: খ
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রত্নাকর স্বরসন্ধির উদাহরণ।
- সন্ধি গঠনের নিয়মটি হলো: অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

- গুরুত্বপূর্ণ কিছু সন্ধির উদাহরণ দেয়া হল:

হিম + আলয় = হিমালয়  
মেঘ + আলয় = মেঘালয়  
গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার  
সিংহ + আসন = সিংহাসন  
জল + আধার = জলাধার

### ১৯. অপ্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়-

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. কুল    খ. গ্রাম  
গ. বৃন্দ    ঘ. বর্গ    উত্তর: খ
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপ্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দেওয়া হল:
- পুঞ্জ: মেঘপুঞ্জ, দ্বীপপুঞ্জ
- রাজি: তারকারাজি, বৃক্ষরাজি
- আবলি: পুস্তকাবলি, পদাবলি, রচনাবলি, নিয়মাবলি
- দাম: কুসুমদাম, শৈবালদাম
- রাশি: বালিরাশি, জলরাশি

### ২০. ‘একাদশে বৃহস্পতি’ এর অর্থ কী?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. আশার কথা                                      খ. সৌভাগ্যের বিষয়  
গ. আনন্দের বিষয়                                      ঘ. মজা পাওয়া                                      উত্তর: খ
- বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- একাদশে বৃহস্পতি বাগধারাটির অর্থ সৌভাগ্যের বিষয়।
- ‘চাঁদের হাট’ এই বাগধারাটির অর্থ হলো আনন্দের বিষয়।
- গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাগধারা হল:
- অঙ্গজল হওয়া = শীতল
- অক্ষর পরিচয় = সামান্য বিদ্যা
- অজগর বৃত্তি = আলসেমি
- অন্তর টিপুনি = গোপন ব্যথা
- অরণ্যে রোদন = বৃথা চেষ্টা

### ২১. ‘মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে’- কার উক্তি?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. মীর মশাররফ হোসেন  
খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী  
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম                                      উত্তর: ক



### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মীর মশাররফ হোসেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিক, গদ্য লেখক, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক।
- তার বিখ্যাত উক্তি- “মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই, সে মানুষ নহে”।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উক্তি-
  ১. “বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা-বিপদে আমি না যেন করি ভয়”।
  ২. “মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না”।
- কাজী নজরুল ইসলাম এর উক্তি-
  ১. “গাহি সাম্যের গান, ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান”।
  ২. “দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার”।
- ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) ছিলেন একজন বাঙালি কবি ও লেখক। তার কাব্যগ্রন্থ “অনলপ্রবাহ”। এটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় এবং তিনি কারাবন্দী হন।
- তার কবিতার বিখ্যাত উক্তি- “আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া, উঠরে মোসলেম উঠরে জাগিয়া”।

### ২২. ‘সমভিব্যাহারে’ শব্দটির অর্থ কী?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. সমান ব্যবহারে      খ. একাত্মতায়  
গ. সমভাবনায়      ঘ. একযোগে      উত্তর: ঘ

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সমভিব্যাহারে শব্দটিতে ৪টি উপসর্গ রয়েছে।
- (সম্ + অভি + বি + আ) এই উপসর্গ ৪টি সন্ধিজাত হয়ে সমভিব্যা গঠন করেছে।
- সন্ধির গঠন: (সম্ + অভি = সমভি, বি + আ = ব্যা) এর দ্বারা তৈরিকৃত শব্দ “সমভিব্যা”।
- সমভিব্যা শব্দের সাথে ‘হার’ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে ‘সমভিব্যাহার’।
- উপসর্গ ব্যবহারের শর্ত হলো শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। শর্তানুযায়ী ‘হার’ শব্দটির আগে ‘সমভিব্যা’ ব্যবহৃত হয়ে নতুন শব্দ “সমভিব্যাহার” গঠিত হয়েছে।
- সমভিব্যাহার শব্দের অর্থ হলো: একযোগে, সঙ্গে, সাহচর্যে। এটি একটি সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দ।
- আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ দেয়া হলো:  
প্রদোষ = সন্ধ্যা  
কূপমন্ডুক = কুনোব্যাঙ

সওগাত = উপহার

সায়র = দিঘি

অনিন্দ্য = নিখুঁত

প্রথিতযশা = খ্যাতনামা

অভিরাম = সুন্দর

রঙা = কলা

### ২৩. ‘তোহফা’ কাব্যের রচয়িতা-

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. দৌলত কাজী      খ. আলাওল  
গ. মাগন ঠাকুর      ঘ. সাবিরিদ্দ খান      উত্তর: খ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তোহফা: মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল রচনা করেন এটি।
- তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা পদ্মাবতী। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: সিকান্দারনামা, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল, পদ্মাবতী।
- দৌলত কাজী রচিত শ্রেষ্ঠ রচনা হলো: সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী।
- মাগন ঠাকুর এর রচনা হলো: চন্দ্রাবতী কাব্য।
- সাবিরিদ্দ খান এর রচনা হলো: বিদ্যাসুন্দর।

### ২৪. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. নিখুঁত      খ. নিমরাজি  
গ. অবহেলা      ঘ. আনমনা      উত্তর: খ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিদেশী উপসর্গ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি শব্দের সাথে যেসব উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাদেরকে বিদেশী উপসর্গ বলে।
- দীর্ঘকাল ব্যবহারে এসব শব্দ বাংলা ভাষায় মিশে গিয়েছে।
- বেমালুম-এই শব্দটিতে ‘মালুম’ আরবি শব্দ আর ‘বে’ ফারসি উপসর্গ যোগে শব্দটি গঠিত হয়েছে।
- এরূপ কিছু শব্দ হলো: বেহায়া, বেনজির, বেশরম, বেকার, বদমেজাজ, গরমিল, বেআইন ইত্যাদি।

### ২৫. পূর্ববঙ্গ গীতিকার লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক কে?

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (নন-টেকনিক্যাল)-২০২৩]

- ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
খ. দীনেশ চন্দ্র সেন  
গ. চন্দ্রকুমার দে  
ঘ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার      উত্তর: গ

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চন্দ্রকুমার দে: বাংলাদেশের ময়মনসিংহে প্রচলিত লোকগল্প, লোকগীতির সুবিখ্যাত সংগ্রাহক ছিলেন।
  - \* তার সংগ্রহ করা লোকসাহিত্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকা নামে প্রকাশিত হয়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: সংস্কৃত বিশারদ, সংরক্ষণবিদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা।
  - \* বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন “চর্যাপদ” এর আবিষ্কারক।
  - \* তিনি “সন্ধ্যাকর নন্দী” রচিত “রামচরিতম্” বা রামচরিতমানস পুঁথির সংগ্রাহক।
  - \* তার বিখ্যাত বই: বাল্মীকির জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, বেণের মেয়ে (উপন্যাস), কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)।

- দীনেশ চন্দ্র সেন (রায়বাহাদুর): তিনি শিক্ষাবিদ, গবেষক, লোক-সাহিত্যবিশারদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার।
  - \* তার বিখ্যাত গ্রন্থ “হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার” (১৯১১)।
  - \* তিনি মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা-র সম্পাদনা করেন।
- দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার: বাংলার খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক ও লোক কথার সংগ্রাহক।
  - \* তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের নাম দেওয়া হল:
    ১. ঠাকুর ঝুলি
    ২. ঠাকুর দাদার ঝুলি
    ৩. খোকাবাবুর খেলা
    ৪. চারু ও হারু
- তার সম্পাদিত পত্রিকার নাম মাসিক “সুধা” (১৯০২)।

## বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-বাংলা

### ১. ‘রজনী’ উপন্যাস কার লেখা? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-২০২২]

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. স্বর্ণকুমারী দেবী  
গ. কালীপ্রসন্ন সিংহ ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উত্তর: ক

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি উপন্যাস ‘রজনী’। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক সামাজিক এই উপন্যাসটি ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।
- এটি ইংরেজ লেখক Edward Bulwer Lytton এর ‘The Last Days of Pompeii’ অবলম্বনে রচিত।
- বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস- দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি।
- স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত উপন্যাস- দীপনির্বাণ, ছিন্ন মুকুল, মেবার রাজ, বিদ্রোহ ইত্যাদি।
- কালী প্রসন্ন সিংহের বিখ্যাত উপন্যাস “হুতোম প্যাঁচার নকশা”। এটি রম্য উপন্যাস। তার রচিত রীতিকে ‘হুতোমী বাংলা’ বলে।
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যুগসন্ধিক্ষণের কবি। তার বিখ্যাত রচনা- স্বদেশ, তপসে মাছ, বাঙালি মেয়ে, নীলকর, আনারস ইত্যাদি।

### ২. ‘উপরোধে ঢেকি গেলা’ বাগধারাটি অর্থ কী? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-২০২২]

ক. অনুরোধে পড়ে অসাধ্য সাধন করা  
খ. অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করা  
গ. চাপে পড়ে অন্যায় কাজ করে ফেলা  
ঘ. অনুরোধে ঢেকি গেলা

উত্তর: খ

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘উপরোধে ঢেকি গেলা’ বাগধারার অর্থ অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করা। এর সমজাতীয় বাগধারা হলো পড়েছি “মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে”।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা-
  - \* আট কপালে-হতভাগ্য
  - \* অন্ধের ষষ্টি-একমাত্র অবলম্বন
  - \* শাখের করাত-উভয় সংকট
  - \* দহরম মহরম-ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
  - \* সাপে-নেউলে-ভীষণ শত্রুতা
  - \* আমার বিষ-অর্থের কুপ্রভাব
  - \* গোকুলের ষাড়-স্বৈচ্ছাচারী

### ৩. অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে না যে-

[বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-২০২২]

ক. অদক্ষ খ. মূর্খ  
গ. অনভিজ্ঞ ঘ. অবিশ্বাস্যকারী উত্তর: ঘ

- অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে না যে তাকে এক কথায় বলে অবিমূশ্যকারী ।
- দক্ষ নয়-অদক্ষ
- অভিজ্ঞতার অভাব-অনভিজ্ঞ
- যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না-অপরিণামদর্শী
- যা হবে-ভাবি
- যা ভবিষ্যতে ঘটবে-ভবিতব্য
- যার হিতাহিত জ্ঞান নেই-মূর্থ

ক. নিম্নে  
গ. প্রতিকূল

খ. সম্যকভাবে  
ঘ. প্রস্তুতি

উত্তর: খ

- ‘অব’ একটি সংস্কৃত/তৎসম উপসর্গ। এই উপসর্গটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন:
  - \* সম্যকভাবে-অবলম্বন, অবরোধ, অবগত, অবগাহন
  - \* নিম্নে-অবতরণ, অবরোহণ
  - \* অল্পতা-অবশেষ, অবসান
  - \* বিশেষ-অবদান
  - \* হীনতা-অবজ্ঞা, অবমাননা
  - \* অল্প-অবগুণ্ঠন

ক. দত্ত বর্ণ                      খ. ওষ্ঠ্য বর্ণ  
গ. তালব্য বর্ণ                ঘ. কণ্ঠ বর্ণ                      উত্তর: খ

- বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণসমূহকে ১৫টি বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। যথা:
  - \* ক-বর্গীয়- ক, খ, গ, ঘ, ঙ-কণ্ঠ
  - \* চ-বর্গীয়- চ, ছ, জ, ঝ, ঞ-তালব্য
  - \* ট-বর্গীয়- ট, ঠ, ড, ঢ, ণ-মূর্ধন্য
  - \* ত-বর্গীয়- ত, থ, দ, ধ, ন-দন্ত
  - \* প-বর্গীয়- প, ফ, ব, ভ, ম-ওষ্ঠ্য
- দুই ঠোঁটের সংস্পর্শে প, ফ, ব, ভ, ম বর্ণগুলো উচ্চারিত হয় বলে এগুলো ওষ্ঠ্য বর্ণ।

ক. কণ্ঠ ধ্বনি                      খ. স্পর্শ ধ্বনি  
গ. তালব্য ধ্বনি                  ঘ. মর্ম্মন্য ধ্বনি                      উত্তর: খ

- ক-ম পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলে। এসব ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সঙ্গে অন্য বাগ্যন্ত্রের কোনো কোনো অংশের স্পর্শ ঘটে। বিভিন্ন বাগ্যন্ত্রে বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয় বলে এগুলোকে স্পর্শ ধ্বনি বলে।

ক. নিশীথ                      খ. নিশিথ  
গ. নীশিথ                      ঘ. নীশীথ                      উত্তর: ক

- শুদ্ধ বানান: নিশীথ। শব্দটি বিশেষ্য পদ। এর অর্থ গভীর রাত।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান- মুমূর্ষু, অহোরাত্র, দুরবস্থা, সমীচীন, বিভীষিকা, কর্নেল, অহংরহ, মন:কষ্ট, শিরশ্ছেদ, গীতাঞ্জলি, কনীনিকা, পরিস্কার, পুরস্কার ইত্যাদি।

ক. মুখচন্দ্র  
গ. মনমাঝি

খ. ক্রোধানল  
ঘ. তুষারশুভ্র

উত্তর: ঘ

- উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে, যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। এখানে উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন-  
তুষারের ন্যায় শুভ্র-তুষারশুভ্র, তরুণের ন্যায় রাঙ্গ-  
তরুণ রাঙ্গা।
- উপমান চেনার সহজ উপায়- বিশেষ্য + বিশেষণ।  
যেমন:  $\frac{\text{ড্রমরের কৃষ্ণ}}{\text{বিশেষ্য ন্যায় বিশেষণ}} - \text{ড্রমরকৃষ্ণ}।$

- দুটি বস্তুর মধ্যে অবাস্তব তুলনা এবং সাধারণ গুণের উল্লেখ না থাকলে উপমিত হয়। যেমন- মুখ চন্দ্রের ন্যায়- মুখচন্দ্র, পুরুষ সিংহের ন্যায়- পুরুষসিংহ।
- উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন- মন মাঝি- মনমাঝি, ক্রোধ রূপ অনল- ক্রোধানল।

ক. শব্দ                      খ. বাক্য  
গ. ধ্বনি                  ঘ. বর্ণ                      উত্তর: খ

- ভাষার মূল উপকরণ- বাক্য
- ভাষার মূল উপাদান- ধ্বনি
- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন- বর্ণ
- বাক্যের মূল উপকরণ- শব্দ
- শব্দের মূল উপাদান- ধ্বনি
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক- ধ্বনি
- ভাষার ইট- বর্ণ
- ভাষার ছাদ- বাক্য

১০. 'অলস' এর বিশেষ্য পদ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-২০২২]

ক. আলস্য                      খ. আনসে  
গ. অলসতা                    ঘ. আনসেমী                    উত্তর: ক, গ

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘অলস’ বিশেষণ পদ এর বিশেষ্য হলো আলস্য, অলসতা।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণ পদের বিশেষ্য-
  - \* আরণ্যক-অরণ্য
  - \* আহত-আঘাত
  - \* জীবনী-জীবন
  - \* প্রচুর-প্রাচুর্য
  - \* বুদ্ধিমান-বুদ্ধি
  - \* মনুষ্য-মানুষ
  - \* লবণাক্ত-লবণ
  - \* দরিদ্র-দারিদ্র

১১. শব্দ ও ধাতুর মূলকে কি বলে? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-২০২২]

ক. বিভক্তি	খ. ধাতু	
গ. প্রকৃতি	ঘ. করক	উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শব্দ ও ধাতুর মূলকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি ২ প্রকার।  
যথা- ক্রিয়া প্রকৃতি ও নাম প্রকৃতি।
- ক্রিয়া প্রকৃতি- ক্রিয়ার মূলকে ধাতু বলে। ধাতুকেই ক্রিয়া প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি কথাটি বুঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে ‘√’ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন-  
√গম্ + অন = গমন, √ক্ + তব্য = কর্তব্য, শব্দ দুটিতে ‘√গম্’ এবং ‘ক’ হলো ক্রিয়া প্রকৃতি।

১২. 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

[বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-২০২২]

ক. বাক্ + আড়ম্বর      খ. বাক্ + অম্বর  
গ. বাগ্ + আড়ম্বর      ঘ. বাগ্ + অম্বর      উত্তর: ক

### বিদ্যাবাদি ব্যাখ্যা:

- বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর।
- ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্ণের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোনো বর্ণের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ

মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়।  
যেমন:

- \* ক + দ = গ + দ - বাক + দান = বাগদান
- \* ট + য = ড + য - ষট + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র
- \* ত + য = দ + য - উৎ + যোগ = উদ্যোগ
- \* ত + র = দ + র - তৎ + রূপ = তদ্রূপ
- \* ত + ঘ = দ + ঘ - উৎ + ঘাটন = উদঘাটন

১৩. 'সমিতি' কোন লিঙ্গ?/বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-২০২২/

ক. ক্লীব লিঙ্গ                  খ. পুং লিঙ্গ  
গ. স্ত্রী লিঙ্গ                 ঘ. উভয় লিঙ্গ              উত্তর: ক

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সমিতি শব্দটি ক্লীব লিঙ্গ। এটি দ্বারা নারী বা পুরুষ কোনোটিই বোঝায় না।
- ক্লীব লিঙ্গের উদাহরণ- বই, কলম, চেয়ার, টেবিল, মোবাইল, সভা, সমিতি, সেমিনার ইত্যাদি।
- পুংলিঙ্গ- বাবা, দাদা, চাচা, শিক্ষক, ডাক্তার, শিক্ষক, নেতা, পুরুষ ইত্যাদি।
- স্ত্রী, লিঙ্গ- মা, বোন, মামী, ফুফু, খালা, ভাবী, মালিনী, গোয়ালিনী ইত্যাদি।
- উভয়লিঙ্গ- কবি, শিশু, মানুষ, গরু, চাগল ইত্যাদি।

১৪. শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন হলে-

[বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-২০২২]

ক. মৌলিক শব্দ হয়                      খ. যৌগিক শব্দ হয়  
গ. রুচি শব্দ হয়                          ঘ. যোগরুচ শব্দ হয়                      উত্তর: খ

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন:
  - \* গৈ + গক = গায়ক - গান করে যে
  - \* কৃ + তব্য = কর্তব্য - যা করা উচিত
- যে সকল শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙ্গে আলাদা করা যায় না সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন- গোলাপ, নাক, লাল, তিন ইত্যাদি।
- যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন: হস্ত + ইন = হস্তী, আর্থ হাত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। এরকম বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ ইত্যাদি।
- সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্য-মান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন- পঙ্গু, রাজপত, মহাযাত্রা, জলধি ইত্যাদি।



১৫. ‘সৌম্য’ এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার)-২০২২]

ক. শান্ত খ. উদ্ধত  
গ. উগ্র ঘ. কঠিন উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সৌম্য এর বিপরীত শব্দ হলো উগ্র। শান্ত-দুরন্ত, কঠিন-কোমল এবং উদ্ধত-বিনীত।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ-

- \* মহাজন-খাতক
- \* বিসর্জন-আবাহন
- \* ঋজু-বক্র
- \* অর্থী-প্রত্যথী
- \* আঁটি-শাঁস
- \* প্রাচীন-অবীচীন
- \* ঐচ্ছিক-আবশ্যিক

## বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-বাংলা

১. ভাওয়াইয়া বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান-

[বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

ক. রংপুর খ. রাজশাহী  
গ. বরিশাল ঘ. সিলেট উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাওয়াইয়া বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ বা রংপুর অঞ্চলের গান।
- ভাওয়াইয়া এক প্রকার পল্লীগীতি।
- এ গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা বিষয় হলো স্থানীয় সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, পারিবারিক ঘটনাবলী ইত্যাদি।  
যেমন: ওকি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পছের দিকে চাইয়া রে।
- রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক গান হলো গম্ভীরা। এটি বাংলাদেশের লোক সংগীতের মধ্যে অন্যতম একটি ধারা।
- শিবপূজাকে কেন্দ্র করে এ গানের প্রচলন হয় বলে ধারণা করা হয়।
- নানা-নাতি এ গানের মূল চরিত্রে থাকে।
- গান এবং অভিনয় দুটোই থাকে গম্ভীরা তে।
- এছাড়াও আরো কিছু আঞ্চলিক গানের নাম হলো: জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মরমী সংগীত।

২. ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসনে জয় লাভ করেছিল? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

ক. ১৬৮ খ. ১৬৪  
গ. ১৬৭ ঘ. ১৭০ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খানের শাসনামলে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মোট আসন ৩১৩টি, এর মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন ১৩টি।
- পূর্ব পাকিস্তানের আসন সংখ্যা মোট ১৬৯টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আসন সংখ্যা মোট ১৪৪টি। আওয়ামীলীগ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়লাভ করে।

৩. স্বাধীন বাংলাদেশে কখন পতাকা উত্তোলন করা হয়?

[বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

ক. ২ মার্চ খ. ১৬ ডিসেম্বর  
গ. ২৬ ফেব্রুয়ারি ঘ. ২৫ মার্চ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালের ২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।
- তৎকালীন ডাকসু ভিপি আ স ম আব্দুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে এক ছাত্র সমাবেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন।
- ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস।
- ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এছাড়াও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিবস হলো:
- ২৫ মার্চ হলো কালোরাত্রি।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি।

৪. জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

ক. ৬ খ. ৭  
গ. ৮ ঘ. ৯ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জাতিসংঘ: জাতিসংঘ বা United Nations (UN) একটি আন্তঃ সরকারি সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা। এর উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন এবং জাতিসমূহের কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করা।
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে
- জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউ ইয়র্ক এ।
- জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব ‘অ্যান্টনিও গুতেরেস’।
- জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩।
- জাতিসংঘের অফিসিয়াল বা দাপ্তরিক ভাষা ৬টি।  
যেমন: আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, ম্যান্ডারিন, রুশ ভাষা ও স্প্যানিশ ভাষা।

৫. উজবেকিস্তানের মুদ্রার নাম—[বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

ক. ডলার খ. রুপি  
গ. পাউন্ড ঘ. সোম উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উজবেকিস্তান মধ্য এশিয়ার একটি স্থলবেষ্টিতদেশ, এর রাজধানী তাশখন্দ।
- উজবেকিস্তানের মুদ্রার নাম- সোম।
- নিউজিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জিম্বাবুয়ে, কানাডা, সিংগাপুর সহ বেশ কয়েকটি দেশের মুদ্রার নাম- ডলার।
- ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপালের মুদ্রার নাম- রুপি।
- সিরিয়া, মিশর, যুক্তরাজ্য এর মুদ্রার নাম- পাউন্ড।

৬. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বর্তমান সদস্য দেশ কয়টি? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

ক. ১২৩ খ. ১২৭  
গ. ১১২ ঘ. ১২৯ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি নেদারল্যান্ডস এর হেগ শহরে অবস্থিত।
- এই আদালত সাধারণত গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ইত্যাদি অপরাধের জন্য দায়ীদের অভিযুক্ত করে থাকে।
- এটি জাতিসংঘের একটি মূল অঙ্গসংস্থা।
- এর বিচারক সংখ্যা ১৫ জন এবং মেয়াদকাল ৯ বছর।

৭. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কোন মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে?

[বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

ক. ২০২১-৩০ খ. ২০২৪-৩২  
গ. ২০২১-৪১ ঘ. ২০২২-৫০ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১ম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মূল লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা।
- ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০৩১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য রূপকল্প ২০৪১ তৈরি করেছে।
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো হলো:
  ১. গ্রাম ও শহরের বৈষম্য কমিয়ে আনার মাধ্যমে উন্নত জীবন ও উচ্চ আয় নিশ্চিত করা।
  ২. শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন।
  ৩. বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী বৃদ্ধি।

৮. মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি।

৫. বিনিয়োগের প্রসারকে উৎসাহ দেয়া।

৮. কারাগারে রোজনামচার প্রবন্ধটিতে কোন সময়কালের কারাস্বত্ব স্থান পেয়েছে? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

ক. ১৯৬৬-৬৮ খ. ১৯৬৬-৭৮  
গ. ১৯৬৮-৬৯ ঘ. ১৯৬৫-৬৯ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত প্রবন্ধ হলো কারাগারের রোজনামা। ১৯৬৬-৬৮ পর্যন্ত সময়ের লিখা এই প্রবন্ধটি।
- ১৯৬৬ সালে ছয় দফার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বন্দী থাকেন। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখাগুলো এই বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে।
- বইয়ের শেষ অংশ কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় দিনগুলোর বর্ণনা আছে।
- বঙ্গবন্ধুর লেখা আরো ২টি বই আছে-
  ১. বঙ্গবন্ধুর “অসমাপ্ত আত্মজীবনী”।
  ২. “আমার দেখা নয়াজীন”।

৯. প্রাচীন ভারতে কে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপন করেন?

[বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ. আকবর  
গ. শশাঙ্ক ঘ. অশোক উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপন করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তিনি।
- ক্ষমতায় আসার পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ কয়েকটি মহাজনপদে বিভক্ত ছিল।
- তামিল ও কলিঙ্গ অঞ্চল ব্যতীত ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ স্থান তিনি দখল করেন।
- চন্দ্রগুপ্তের প্রধান পরামর্শদাতা চাণক্য। চাণক্য রচিত অর্থশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে তিনি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলেন।
- মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুযায়ী, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সেনাবাহিনীতে ৪ লক্ষ সৈন্য ছিল।
- আকবর হলেন মোগল সাম্রাজ্যের ৩য় সম্রাট। পিতা হুমায়ূনের মৃত্যুর পর মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৯৫৬ সালের ভারতের সম্রাট হন।
- শশাঙ্ক হলেন বঙ্গদেশের গৌড় সাম্রাজ্যের প্রথম স্বাধীন রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।
- অশোক হলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ৩য় মৌর্য সম্রাট।
- অশোকের সময়ে পুন্ড্রবর্ধন ছিল (বর্তমান বগুড়া) মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বা প্রশাসনিক ভবন।

## মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-বাংলা

১. ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার নাম- [মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. রসতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব  
গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. ধ্বনিতত্ত্ব উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথ ব্যবহারের নাম বাক্যতত্ত্ব। বাক্যতত্ত্বের অপর নাম পদক্রম।
- বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়- বাক্যের গঠন প্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্যমধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি।
- শব্দতত্ত্বের অপর নাম রূপতত্ত্ব। এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়। শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ। রূপ গঠন করে শব্দ। এর আলোচ্য বিষয়, সমাস, প্রকৃতি-প্রত্যয়, উপসর্গ, বচন, ধাতু, শব্দের শ্রেণিবিভাগ, লিঙ্গ, পদাশ্রিত নির্দেশক, দ্বিরুক্ত শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ ইত্যাদি।
- মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে। ধ্বনির মৌলিক অংশকে ধ্বনিমূল বলে। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়- ধ্বনি, ধ্বনি উচ্চারণ, বর্ণ, ধ্বনি পরিবর্তন, গ-ত্ব ও ঘ-ত্ব বিধান, সন্ধি ইত্যাদি।
- রসতত্ত্ব ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নয়। অভিধানতত্ত্ব, অলংকার ও ছন্দ ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

২. ‘প্রোষিতভর্তৃকা’- শব্দটির অর্থ কি?

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. বিধবা নারী  
খ. তালুকপ্রাপ্ত নারী  
গ. যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে  
ঘ. যে নারী পিত্রালয়ে থাকে উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে এক কথায় বলা হয় ‘প্রোষিতভর্তৃকা’।
- নারী সম্পর্কিত এক কথায় প্রকাশ-  
যে নারী প্রিয় কথা বলে- প্রিয়বদা  
যে নারীর পতি ও পুত্র নেই- অবীরা  
যে নারীর হিংসা নেই- অনসূয়া  
যে নারীর হাসি সুন্দর- সুস্মিতা  
যে নারীর সন্তান হয় না- বন্ধ্যা  
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়- স্বয়ংবরা।

৩. ‘ধরি মাছ না ছুই পানি’ এর অর্থ কী?

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. মাছ ধরার কৌশল খ. চালাকী  
গ. মাছ ধরতে কৌশলী ঘ. কৌশলে কার্যোদ্ধার উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘ধরি মাছ না ছুই পানি’ একটি প্রবাদ বাক্য। এর অর্থ হলো- ‘কৌশলে কার্যোদ্ধার’।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ বাক্য-  
নাচতে না জানলে উঠান বাক।  
যত গর্জে তত বর্ষে না।  
গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।  
চক চক করলেই সোনা হয় না।  
কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।  
এক টিলে দুই পাখি মারা।  
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

৪. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. তেইশ নম্বর তৈলচিত্র  
খ. আয়নামতির পালা  
গ. ইছামতি  
ঘ. একটি কালো মেয়ের কথা উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস “একটি কালো মেয়ের কথা” রচনা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস-  
আগুনের পরশমণি, শ্যামলছায়া- হুমায়ূন আহমেদ  
রাইফেল রোটি আওরাত- আনোয়ার পাশা  
নিষিদ্ধ লোবান- সৈয়দ শামসুল হক  
নেকড়ে অরণ্য- শওকত ওসমান  
জীবন আমার বোন- মাহমুদুল হক  
হাঙর নদী খেনেড- সেলিনা হোসেন
- ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ আলাউদ্দিন আল আজাদ এর একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।
- ‘ইছামতি’ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর নীল বিদ্রোহ এর পটভূমিতে রচিত একটি উপন্যাস।
- ‘আয়না মতির পালা’ নামে উপন্যাস নেই। তবে ‘আয়না বিবির পালা’ নামে সৈয়দ শামসুল হকের একটি সামাজিক উপন্যাস রয়েছে।

৫. ‘Quarterly’ শব্দের অর্থ কি? [মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. ত্রৈমাসিক খ. সাপ্তাহিক  
গ. পাক্ষিক ঘ. ষাণ্মাসিক উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Quarterly অর্থ ত্রৈমাসিক।
- গুরুত্বপূর্ণ কিছু পারিভাষিক শব্দ-  
Fortnightly – পাক্ষিক  
Weekly – সাপ্তাহিক  
Biannual – ষাণ্মাসিক

Acting – ভারপ্রাপ্ত  
Wisdom – প্রজ্ঞা  
Colonel – কর্নেল  
Red Letter – স্মরণীয়  
Custom – প্রথা

৬. ‘গৌরচন্দ্রিকা’ বাগধারার অর্থ কি? [মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. বেশী কথা বলা                      খ. পূর্ণচন্দ্র  
গ. অর্ধচন্দ্র                              ঘ. ভূমিকা                      উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘গৌরচন্দ্রিকা’ বাগধারা অর্থ হলো- ভূমিকা।
- অর্ধচন্দ্র অর্থ গলা ধাক্কা দেওয়া।
- বাচাল অর্থ যে বেশী কথা বলে।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা-
  - \* অকাল কুশ্মাণ্ড – অপদার্থ
  - \* কেটে গুণ্ড – পুনরায় শুরু করা
  - \* একাদশে বৃহস্পতি – সৌভাগ্যের বিষয়
  - \* কাঁঠালের আমসত্ব – অসম্ভব বস্তু
  - \* সাপে নেউলে – শত্রুতার সম্পর্ক
  - \* ইদুর কপালে – হতভাগ্য।

৭. কোনটি লিঙ্গান্তর হয় না-

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. কবিরাজ                              খ. বেয়াই  
গ. সাহেব                                  ঘ. সঙ্গী                              উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নিত্য পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দগুলো লিঙ্গান্তর হয় না। কবিরাজ নিত্য পুরুষবাচক শব্দ।
- নিত্য পুরুষবাচক শব্দ- কবিরাজ, কৃতদার, ঢাকী, অকৃতদার ইত্যাদি।
- নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ- কুলটা, সৎমা, সধবা, এয়ো, দাই ইত্যাদি।
- বেয়াই – বেয়াইন, সাহেব – বিবি, সঙ্গী – সঙ্গিনী।

৮. ‘আজকে নগদ কালকে বাকি’- ‘আজকে’ কোন কারকে কোন বিভক্তি? [মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. অপাদানে দ্বিতীয়া                      খ. করণে তৃতীয়া  
গ. অধিকরণে পঞ্চমী                      ঘ. কর্মে শূন্য                      উত্তর:

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশনে সঠিক উত্তর নেই। ‘আজকে নগদ কালকে বাকি; বাক্যে ‘আজকে’ অধিকরণে ২য়া বিভক্তি।
- কর্ম সম্পাদনের স্থান ও সময়কে অধিকরণ কারক বলে। যেমন-  
আকাশে চাঁদ উঠে।  
জমিতে ফসল ফলে।  
কালকে আমি বাড়ি যাব।

- কোনো কিছু থেকে বিরত, বিচ্যুতি, উৎপাদন, জাত, দূরীভূত, পালানো, ভয় ইত্যাদি বুঝালে অপাদান কারক হয়। যেমন-  
আকাশ হতে বৃষ্টি পড়ে।  
রহিম তার বাবাকে ভয় পায়।
- কার্য সম্পাদনের উপকরণকে করণ কারক বলে। যেমন-  
সে কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটে।  
নীরা কলম দিয়ে লেখে।
- কর্তা যাকে কেন্দ্র করে কাজ সম্পাদন করে তাকে কর্ম কারক বলে। যেমন-  
নাসিমা ফুল তুলছে।  
তোমার দেখা পেলাম না।

৯. ‘আগুন’ এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. অনল                                      খ. অংশ  
গ. জ্যোতি                                  ঘ. ভাতি                              উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আগুনের সমার্থক- অনল, অগ্নি, কৃশানু, দহন, পাবক, বহি হুতাশন, বৈশ্বানর, শিখা, সর্বভুক, সর্বশুচি, পাবক।
- আলোর সমার্থক- জ্যোতি, ভাতি, উদ্ভাস, আভা, দীপ্তি, দ্যুতি, নূর, প্রভা, বিভা, কিরণ, অংশ, কর, ময়ূখ ইত্যাদি।

১০. ‘কিভারগাটেন’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. তুর্কি                                      খ. পর্তুগিজ  
গ. জার্মান                                  ঘ. ফরাসি                              উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জার্মানি শব্দ- কিভারগাটেন, নাৎসি।
- তুর্কি শব্দ- উজবুক, উর্দু, বাবা, চাকু, খোকা, কুলি, কাবু, তোপ, বন্দুক, বাবুর্চি, লাশ, মোগল, বাহাদুর ইত্যাদি।
- পর্তুগিজ শব্দ- আনারস, আলপিন, আচার, আলকাতরা, আলমারি, ইংরেজ, পাউরুটি, পেঁপে, ফিতা, বালতি, বোতল, পাদ্রী, পেরেক, বেহালা ইত্যাদি।
- ফরাসি শব্দ- আঁতাত, আঁতেল, ওলন্দাজ, কার্তুজ, কুপন, রেস্তোঁরা, রেনেসাঁ, ক্যাফে ইত্যাদি।

১১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. মনীষী                                      খ. মনিষি  
গ. মনীষি                                  ঘ. মনিষী                              উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বানান হলো মনীষী।



- গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান- সমীচীন, দূরবস্থা, জাত্যভিমান, মুহূর্মুহ, অহি-নকুল, আশীবিষ, বিভীষিকা, আবিষ্কার, পুরস্কার, পরিষ্কার, দ্রুম, মুমূর্ষু, অমানিশা, অহোরাত্র, মনঃকষ্ট, দুঃস্থ, কৃষাণ ইত্যাদি।

**১২. ‘সমভিব্যাহারে’ শব্দটির অর্থ কি?** [মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. একাত্মতায়                      খ. সমান ব্যবহারে  
গ. সমভাবনায়                      ঘ. একযোগে                      উত্তর: ঘ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘সমভিব্যাহারে’ উপসর্গ সাধিত শব্দটির অর্থ একযোগে। শব্দটিতে ৪টি উপসর্গ রয়েছে। যথা- সম, অভি, বি, আ।
- গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ-
  - \* অভিরাম – সুন্দর
  - \* অবিরাম – অনবরত
  - \* উপাধান – বালিশ
  - \* প্রসূণ – ফুল
  - \* আপলাপ – অস্বীকার
  - \* উদীচী – উত্তর দিক
  - \* উপরোধ – অনুরোধ
  - \* অর্বাচীন – মূর্খ
  - \* অনীক – সৈন্যদল
  - \* গুবাক – সুপারি।

**১৩. বাংলা সঙ্গীতে ‘বাউল সম্রাট’ কাকে বলা হয়?**

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. হাসন রাজা                      খ. লালন শাহ  
গ. শাহ আবদুল করিম                      ঘ. আব্বাস উদ্দিন                      উত্তর: গ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সঙ্গীতে বাউল সম্রাট বলা হয় শাহ আব্দুল করিমকে। তার বিখ্যাত কিছু গান- বন্দে মায়ী লাগাইছে, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, গাড়ি চলে না, আমি কুলহারা কলঙ্কিনী, গান গাই আমার মনরে বুঝাই ইত্যাদি।
- হাসন রাজা মরমী কবি ও বাউল। তার বিখ্যাত গান- লোকে বলে, বলেরে, ঘর বাড়ি ভাল নাহি আমার, সোনা বন্দে আমারে দেওয়ানা বানাইলো, মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়ারে ইত্যাদি।
- লালন শাহ এর উপাধি ফকির সম্রাট। তিনি মানবতাবাদী আধ্যাত্মিক বাউল ছিলেন। তার বিখ্যাত গান- মিলন হবে কত দিনে, সময় গেলে সাধন হবে না, কে বানাইলো এমন রঙমহল খানা, বাড়ির কাছে আরশিনগর, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ইত্যাদি।
- সুর সম্রাট আব্বাস উদ্দিন। তার বিখ্যাত গান- ওকি গাড়িয়াল ভাই, আল্লাহ মেঘ দে পানি দে, নদীর কুল

নাই, আমায় ভাসাইলিরে, আমার হাড় কালা করলাম রে ইত্যাদি।

**১৪. ‘সংস্কার’ এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?**

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. সং + কার                      খ. সম্ + কার  
গ. সন + কার                      ঘ. সমো + কার                      উত্তর: খ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ম এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে ‘ম’ স্থানে ‘ং’ হয়। যেমন-
  - \* সম্ + কার = সংস্কার
  - \* সম + যম = সংযম
  - \* সম + বাদ = সংবাদ
  - \* সম + শয় = সংশয়
  - \* সম + সার = সংসার
  - \* কিম + বা = কিংবা
  - \* সম + হার = সংহার
  - \* সম + লাপ = সংলাপ।

**১৫. ‘ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে, অমনি করিয়া লুটায় পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে’**

[মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. নিমন্ত্রণ                      খ. পল্লীবর্ষা  
গ. কবর                      ঘ. রাখালী                      উত্তর: গ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে, অমনি করিয়া লুটায় পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে’- কবিতাংশটি জসীম উদ্দীন এর বিখ্যাত ‘কবর’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ১১৮ লাইনের এই কবিতাটি তার ‘রাখালী’ কাব্যের অন্তর্গত।
- “ভূমি যাবে ভাই- যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়, গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের রায়” জসীম উদ্দীনের নিমন্ত্রণ কবিতার লাইন।
- ‘আজকের রোদ ঘুমায়ে পড়িয়া ষোলাট-মেঘের আড়ে, কেয়া বন পথে স্বপন বুনিছে ছল ছল জল ধারে’- জসীম উদ্দীনের বিখ্যাত পল্লীবর্ষা কবিতার অংশ।
- “রাখালী পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত এই কাব্যে ১৯টি কবিতা রয়েছে।

**১৬. অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?** [মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ (টেকনোলজিস্ট)-২০২৩]

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
খ. অন্নদাশংকর রায়  
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য  
ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত                      উত্তর: ঘ  
বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Biddabari**  
your success benchmark

- ‘শিকারী পাখিটিকে গুলি করলো’ এটি সাধারণ  
অতীতকাল।



**Biddabari**  
your success benchmark